স্থাপন করেন এবং তন্মধ্য হইতে ১৮ নং স্কীমের ১২৩ নং প্লট ভুক্ত, সি.এস. ৭৬ ও ৮৩ নং দাগে বাংলা মাপে কমবেশী ১১ (এগার) কাঠা ১৪ (চৌদ্দ) ছটাক ০৫ (পাঁচ) বর্গফুট জমি বিগত ইংরাজী ২৮/০৩/১৯৫২ তারিখে সম্পাদিত ও বিগত ইংরাজী ০২/০৪/১৯৫২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত মোকাম আলিপুর জেলা সদর রেজিষ্ট্রী অফিসে ১ নং বহির, ২৫ নং ভ্যলুমের, ১৩৬ নং হইতে ১৪৮ নং পাতায় নকলিকৃত ১৪৫৯ নং এককেতা লীজ দলিল মূলে আমার মাতা বিমলা পাল মহাশয়াকে হস্তান্তর করিয়া দিয়া চির নিঃস্বত্ব ও দখলচ্যুত হয়েন।

অতঃপর ইংরাজী ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি তথা জমিদারী অধিগ্রহন আইন আমলে আসিলে কথিত বিমলা পাল মহাশয়া একায়েক নিব্যুঢ় রায়ত স্বত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

অতঃপর উক্ত বিমলা পাল মহাশয়া তাহার প্রাপ্ত উপরিউক্ত জমিতে খাসে ভোগদখলে বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিগত ইংরাজী ২৩/০৫/১৯৫৯ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত মোকাম বারাসাত সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে ১ নং বহির, ৬৩ নং ভ্যলুমের, ১৯৫ নং হইতে ১৯৮ নং পাতায় নকলিকৃত ৬০৪১ নং এককেতা রেজিষ্ট্রীকৃত রিলিজ উীড মূলে তাহার স্বামী প্রেমাঞ্জন পাল -এর অনুকুলে উক্ত বাংলা মাপে কমবেশী ১১ (এগার) কাঠা ১৪ (চৌদ্দ) ছটাক ০৫ (পাঁচ) বর্গফুট জমির স্বত্ব দখল পরিত্যাগ করেন এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে চির নিঃস্বত্ব ও দখলচ্যুত হয়েন।